কুষ্টিয়ায় নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই কন্যাশিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

শনিবার দুপুরের দিকে খোকসা উপজেলার গড়াই নদীর একটি ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চারজন শিশু একসঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে পানির স্রোত ও গভীরতার কারণে তাদের মধ্যে দুজন তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজন ফারুকের মেয়ে তাইবা (৬) এবং অপরজন সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৭)। তাদের বাড়ি খোকসা উপজেলার ওসমানপুর চরপাড়া আদর্শ গ্রামে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকাবাসীও উদ্ধারকাজে সহায়তা করছেন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিশু দুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং ফায়ার সার্ভিসের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সরকারি শিশু পরিবার থেকে শিশু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার সরকারি শিশু পরিবার (বালক) থেকে রিজভী নামে সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ রয়েছে।

এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর শিশু শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে উপ-তত্ত্বাবধায়ক আসাদুজ্জামান ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ইলিয়াস হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়েছে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাতে সহপাঠী রিজভীর সন্ধানের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে সেখানে অধ্যায়নরত আবাসিক শিশুরা। তারা শারীরিক নির্যাতন ও খাবার কম দেওয়াসহ নানা অভিযোগ করে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কাছে।

এ সময় নিজ অফিসে উপস্থিত ছিলেন উপ-তত্ত্বাবধায়ক মো. আসাদুজ্জামান। তিনি জানান, গত ২ নভেম্বর রিজভী ও নাহিদ নামে দুই শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেট দিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তাদের সন্ধান না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গত ৪ নভেম্বর থানায় জিডি করা হয়।

শিশুদের ওপর শারীরিক নির্যাতনে সবচেয়ে বেশি আসে ইলিয়াস হোসেনের নাম। তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করলেও নাহিদকে মারপিটের কথা স্বীকার করেন।

ইলিয়াস বলেন, নাহিদ যেহেতু রিজভীর সঙ্গে গিয়েছিল এবং পরে ফিরে এসেছে তাই তার কাছ থেকে সত্য তথ্য জানতে মারধর করা হয়েছে। এজন্য আমি একা দায়ী নই।

পরে পুলিশ শিশুদের বিক্ষোভের মুখে গতকাল শুক্রবার রাতে আসাদুজ্জামান ও ইলিয়াসকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের নিয়ে যাচ্ছি। বিস্তারিত পরে জানাতে পারবো।

অভিযোগ নিয়ে সেখানে এসেছিলেন রিজভীর মামা লোকমান হোসেন। তিনি বলেন, গত ৪ নভেম্বর খুলনা থেকে একটা কল আসে মোবাইল ফোনে। তারা আমাকে জানায় ট্রেনের মধ্যে রিজভীর ব্যাগ পাওয়া গেছে। এরপর আমরা উপ-তত্ত্বাবধায়ক আসাদুজ্জামানকে জানাই। পরে আমাদের চাপে তিনি থানায় জিডি করেছেন। আমরা দ্রুত রিজভীর সন্ধান চাই।